গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
www.dls.gov.bd

ন্যাশনাল টেকনিক্যাল রেগুলেটরী কমিটি (এনটিআরসি) ১০ম সভার কার্যবিবরনী

সভাপতিঃ এটিএম মোস্তফা কামাল,
অতিরিক্ত সচিব (প্রাণিসম্পদ অনুবিভাগ-২)
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

সভার তারিখঃ ২১ নভেম্বর ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ।
সময়ঃ সকাল ১১:০০ ঘটিকা
সভাস্থলঃ সভাকক্ষ, কৃত্রিম প্রজনন দপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর- এর কক্ষ।
উপস্থিতিঃ সভায় অংশগ্রহনকারী সদস্যগণের তালিকা (পরিশিষ্ট "ক")।

সভাপতি সভার শুরুতে উপস্থিত অংশগ্রহনকারী সকলকে স্বাগত জানান। এনটিআরসি এই ১০ম সভায় মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর উপস্থিত থাকায় তাঁকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, এনটিআরসি মুলত মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর-কে সহায়তা করার নিমিত্ত তাঁর পক্ষে কাজ করে থাকেন। মাঝে মাঝে মহাপরিচালক এই সভায় উপস্থিত থাকলে কিকি বিষয়ে পুংখানুপুংখ আলোচনা হয়, তা তিনি অনুধাবন করতে পারবেন। এরপর সভাপতি কমিটির সদস্য সচিব, ডাঃ আনন্দ কুমার অধিকারী, পরিচালক, কৃত্রিম প্রজনন দপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরকে সভার আলোচ্যসুচী অনুযায়ী বিষয়সমূহ উপস্থাপনের আহবান জানান।

২। কমিটির সদস্য সচিব ডাঃ আনন্দ কুমার অধিকারী জানান, আলোচ্য সুচী অনুযায়ী একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টশন তৈরী করা হয়েছে। তিনি জনাব শানে খোদা, সিনিয়র সায়েন্টিফিক অফিসার, কৃত্রিম প্রজনন ল্যাবরেটরী, সাভার, ঢাকা কে পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে আলোচ্যসূচি উপস্থাপনের অনুরোধ করেন।

জনাব শানে খোদা আলোচ্য সুচী অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ে উপস্থাপন করেন। বিষয়গুলো হলো- ক) ২৯-০৫-২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী পাঠ। খ) পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্তের আলোকে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম পরিচালনায় বেসরকারী সংস্থা কর্তৃক শর্তসমূহ প্রতিপালনের অগ্রগতি পর্যালোচনা। গ) বেসরকারী সংস্থাসমূহের বুল ষ্টেশন স্থাপন ও কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিবন্ধন /নবায়ন সংক্রান্ত আলোচনা। ঘ) বেসরকারী সংস্থা বা উদ্যোক্তা কর্তৃক ষাঁড়, গাভী/বকনা, সিমেন, এমব্রায়ো আমদানির আবেদনের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট উপকমিটির সুপারিশ পর্যালোচনা।ঙ) বুল ষ্টেশনের প্রজনন ষাঁড়ের প্রত্যয়ন প্রদানের সুপারিশ সংক্রান্ত। চ) কৃত্রিম প্রজনন জাত উন্নয়ন এবং নতুন জাত/উপজাত রেজিষ্ট্রেশন সংক্রান্ত নীতিমালা,আইন,বিধি প্রনয়ন/সংশোধন উপকমিটি কর্তৃক উপস্থাপিত প্রতিবেদন নিয়ে আলোচনা। ছ) বিবিধ।

উপস্থাপনার ভিত্তিতে উপস্থিত সদস্যগণ আলোচনায় অংশগ্রহন করেন। ডাঃ মোঃ এমদাদুল হক তালুকদার, মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর বলেন, গত ২৯-০৫-২০২৩ তারিখের এনটিআরসি সভার ১১.৪ অনুচ্ছেদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নর্থ বেঙ্গল গ্রে (NBG), মুন্সিগঞ্জ, পাবনা ও নেত্রকোনা হিল ব্লাক (Netrokona Hill Black) জাতের দেশীয় স্থানীয় গরু গুলোর কনর্জাভেশন (Consevation) ও সংরক্ষনের জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর থেকে ৪টি আলাদা আলাদা প্রকল্প গ্রহন করতে হবে। মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর আরো জানান, এমব্রায়ো আমদানির ক্ষেত্রে এই মর্মে শর্ত দেওয়া উচিত যেন, আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান এমব্রায়ো স্থানান্তর করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্রের থেরিওজেনোলজিস্ট এবং বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাকে সংযুক্ত রাখতে হবে। এছাড়াও ইতোমধ্যে যে সকল বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এমব্রায়ো আমদানি করতঃ

ব্যবহার শুরু করেছেন, উক্ত স্থানে সংশ্লিষ্ট জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্রের থেরিওজেনোলজিস্ট এবং বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাকে সংযুক্ত থেকে সামগ্রিক কাজের মনিটরিং ও সুপারভিশন করা যেতে পারে মর্মে উল্লেখ করেন। এছাড়াও তিনি দেশে উট আমদানির ক্ষেত্রে এনটিআরসি ইতোপুর্বে কোন অনুমতি দিয়েছে কিনা তা জানতে চান। আবার খরগোশ পালন সংক্রান্ত কোন নীতিমালা করা যায় কিনা এ বিষয়ে আলোচনা দরকার।

ডাঃ মোঃ শওকত আলী, ব্রাক এআই এন্টারপ্রাইজের প্রতিনিধি জানান, আগামী অল্প দিনের মধ্যে ব্রাক বুল ষ্টেশন, বগুড়াতে আমদানিকৃত এমব্রায়ো স্থানান্তর করার পরিকল্পনা আছে। সেখানে জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, বগুড়ার থেরিওজেনোলজিস্ট এবং বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাকে সংযুক্ত রেখে সকল কার্যাবলী সমাধা করা হবে মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন।

ডাঃ অরবিন্দ কুমার সাহা, এসিআই এনিমেল জেনেটিক্স এর প্রতিনিধি আলোচনায় অংশগ্রহন করেন । তিনি জানান উট আমাদের দেশে আমদানির অনুমতি নেই। তবে অবৈধ ভাবে কিছু কিছু উট কোরবানির ঈদের পুর্বে দেশে প্রবেশ করে থাকে। বাস্তবে উট হচ্ছে মরুভুমি অঞ্চলের প্রাণী, সেখানে বাতাসে আর্দ্রতা কম থাকে এবং তাপমাত্রা বেশী থাকে। আমাদের দেশে তাপমাত্রা বেশী হলেও আর্দ্রতা আরও বেশী। ফলে আমাদের দেশে অবৈধভাবে আসা উটগুলো দীর্ঘদিন এই আবহাওয়ায় রাখা হলে চর্মরোগ বেশী হয়। তাই উট আমদানির অনুমতি দেওয়া সমীচীন নয়। এ বিষয়ে প্রফেসর ড. এ.কে ফজলুল হক ভুইয়া, এনিমেল ব্রিডিং এন্ড জেনেটিক্স বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় জানান যে সকল প্রাণী আমদানির অনুমতি নেই এবং পলিসিতে উল্লেখ নেই সেসকল প্রাণী আমদানি করলে দেশের সমগ্র প্রাণিজগতের উপর নীতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। ডাঃ মোহাম্মদ রেয়াজুল হক, পরিচালক (প্রশাসন), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর জানান আমাদের দেশটি একটি ঘনবসতিপুর্ণ দেশে (Densly Populated Country)। যে কোন সিদ্ধান্ত নিতে হলে খুব সাবধানে নিতে হবে। কেননা, আমাদের দেশে পিপিআর (PPR), এলএসডি (LSD)-র মতো ট্রান্সবাউন্ডারী এনিমেল ডিজিজ (Transboundary Animal Diseases) আগে ছিল না। অবৈধভাবে প্রাণী দেশে প্রবেশ করার ফলে আমাদের দেশে এই সকল রোগের প্রাদুর্ভাব ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ বিষয়ে এখনই সিদ্ধান্ত নেয়া প্রয়োজন।

প্রফেসর ড. লাম ইয়া আসাদ, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, আগারগাঁও, ঢাকা জানান সিমেন বা এমব্রায়ো আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান পুর্বের অনুমোদিত সিমেন বা এমব্রায়ো কোথায় কোথায় ব্যবহার করেছে, তা রিপোর্ট আকারে জানানো পর পরবর্তী আবেদন বিবেচনা করা উচিত মর্মে উল্লেখ করেন।

মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর আবার আলোচনায় অংশগ্রহন করেন এবং বলেন, অনেক ক্ষেত্রে ১০০% হলষ্টিয়ান ফ্রিজিয়ান সিমেন ব্যবহারের ক্ষেত্রে জাতীয় প্রজনন নীতিমালা অনুসরনের কৃত্রিম প্রজনন নির্দেশিকা- ২০১৯ এর অনুশাসন মানা হচ্ছে না। উপপরিচালক, জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র সমূহের প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে জাতীয় প্রজনন নীতিমালা অনুসরনের কৃত্রিম প্রজনন নির্দেশিকা- ২০১৯ এর অনুশাসন গুলো মানতে কৃত্রিম প্রজনন কর্মিদের বাধ্য করা। এ বিষয়ে আরও নিবিড় তদারকি ও সুপারভিশন করা প্রয়োজন। কোন কর্মী এই নির্দেশনা না মানলে তার কার্যক্রম স্থগিত/ক্যান আটকসহ সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ও ভেটেরিনারি সার্জন প্রয়োজন ব্যবস্থা গ্রহন করবে। আবার সীমান্ত এলাকায় কিছু কিছু এলাকায় অননুমোদিত (Unauthorized) সিমেন ব্যবহার হচ্ছে বলে জানা গেছে, এগুলো বন্ধ করা প্রয়োজন। আর খামারীগণ যেন, ব্যবহৃত সিমেন স্ট্র নিজ বাড়িতে সংরক্ষন করে রাখে এ বিষয়ে তৎপরতা বৃদ্ধি করলে সিমেন ব্যবহারের সঠিক নজরদাড়ি (Tracebility) করা সম্ভব হবে। ডাঃ অরবিন্দ কুমার সাহা জানান, বাস্তবে কোন ব্রিডিং কোম্পানী কোন বুল ভালো পারফর্ম করলেই উক্ত বুলের সিমেন নকল হয়ে দেশে প্রবেশ করছে। এসিআই এনিমেল জেনেটিক্স এর একটি বুলের ক্ষেত্রে এই ঘটনা ঘটেছে এবং তড়িত ব্যবস্থা গ্রহনের মাধ্যমে তা বন্ধ করা হয়েছে। জনাব একেএম আরিফুল ইসলাম, পরিচালক, আমেরিকান ডেইরী লিমিটেড জানান তাঁর প্রতিষ্ঠানের একজন কর্মীর ক্যানে অননুমোদিত (Unauthorized) সিমেন পাওয়া গিয়েছিল। তৎক্ষনাত উক্ত কর্মীকে বরখাস্ত করা হয়েছে এবং পত্রিকায় বিজ্ঞাপন সহ সংশ্লিষ্ট উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় কর্মকর্তাকে অবহিত করা হয়েছে।

এ পর্যায়ে সভাপতি আলোচনায় অংশগ্রহন করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, আসলে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান ডিলার ভিত্তিক সিমেন ডিস্ট্রিবিউশন করছে। তাদেরকে ডিলার বাদ দিয়ে নিজস্ব অফিস ও নিয়োগপ্রাপ্ত জনবল দিয়ে সিমেন সরবরাহ ব্যবস্থা চালু করতে হবে। না হলে, ডিলার কিন্তু সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মুল ব্যবসার মারাত্মক ক্ষতির কারন হবে। কেননা একই ডিলার একাধিক কোম্পানীর সিমেন ক্রয় করে যেকোন কর্মীর নিকট বিক্রি করছে। একই সাথে তারা অননুমোদিত (Unauthorized) সিমেন ব্যবসার সাথে জড়িত হয়ে পড়ছে। এ অবস্থার আশু উত্তোরণ প্রয়োজন। তবে সংশ্লিষ্ট জেলা কৃত্রিম

প্রজনন কেন্দ্র এর উপপরিচালকগণ যদি সঠিক এবং সুনির্দিষ্ট তথ্য মন্ত্রণালয়ের নিকট প্রেরন করেন, তাহলে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় বিজিবি ও নৌ পুলিশের মাধ্যমে ব্যবস্থা নিতে পারবে।

ডাঃ আনন্দ কুমার অধিকারী, পরিচালক, কৃত্রিম প্রজনন দপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর আলোচনায় অংশগ্রহন করেন। তিনি জানান প্রতিটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জেলা প্রতিনিধিগণ/ডিলারগণ সরকারি জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্রের উপপরিচালকের মতো কার্যাবলী সম্পাদন করবেন। সিমেন নজরদাড়ি /তদারকি সুসংগত ও নিপুন দক্ষতার সাথে কঠোর নজড়দাড়ির আওতায় আনার লক্ষ্যে প্রতিটি জেলা প্রতিনিধি/ডিলার সঠিকভাবে সিমেন গ্রহন ও বিতরন রেজিস্ট্রার সংরক্ষন করবেন। এছাড়াও তিনি জানান কর্মী প্রশিক্ষনের জন্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠান গুলো যত্রতত্রভাবে যেখানে সেখানে প্রশিক্ষণ করার কাজ সম্পন্ন করছেন। ২মাস তাত্বিক ও ২ মাস ব্যবহারিক সেশন পরিচালনা করা কথা থাকলেও বাস্তবে তা মানা হচ্ছে না এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অনুমোদন মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর থেকে অনুমোদন করে নিতে হবে। কিন্তু বাস্তবে তা মানা হচ্ছে না। প্রফেসর ড. মোঃ মোশারফ হোসেন ভুঁইয়া, সার্জারী এন্ড অবষ্ট্রেটিক বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অনলাইনে যুক্ত হয়ে জানান, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের এআই কর্মীদের যে প্রশিক্ষণ হয়, তার কোর্স কারিলাম ও কতসময়ের জন্য হয় তা সঠিক ভাবে পরিচালত হচ্ছে না। তিনি আরও জানান ২ মাস প্রশিক্ষণ হলেও, সপ্তাহে ১দিন করে দুইমাস, না দিনে ১টি ক্লাস/সেশন নিয়ে ২মাস তা স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। কেননা কোন কোন প্রতিষ্ঠান এইভাবে ২মাসের কোর্স সম্পন্ন করছে। তাই, সুস্পষ্টভাবে লেকচার আওয়ার কত হবে তা ঠিক করে কৃত্রিম প্রজনন কর্মীদের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন।

এরপর বেসরকারী বুল ষ্টেশনের নিবন্ধন /নবায়নের সুপারিশ, বেসরকারী বিভিন্ন বুল ষ্টেশনের ব্রিডিং বুল প্রত্যয়ন, বিভিন্ন প্রকার গবাদিপশু, সিমেন, এমব্রায়ো ইত্যাদি আমদানি ও রপ্তানি সংক্রান্ত কারিগরী উপকমিটির সুপারিশ পর্যালোচনা করা হয় (গৃহিত সিদ্ধান্ত সমূহ অনুচ্ছেদ -৩ উল্লেখ করা আছে।)

তারপর ন্যাশনাল টেকনিক্যাল রেগুলেটরী কমিটি (এনটিআরসি)-কে সহায়তা প্রদানের লক্ষে গঠিত "কৃত্রিম প্রজনন, জাত উন্নয়ন এবং নতুনজাত/উপজাত রেজিষ্ট্রেশন সংক্রান্ত নীতিমালা, আইন, বিধি বিধান প্রণয়ন/সংশোধন" বিষয়ক কারিগরী উপকমিটির একটি প্রতিবেদন নিয়ে আলোচনা শুরু হয়।

সভার শেষ অংশে মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর জানান, দেশে বিদ্যমান মাংসের দামের উর্ধগতিজনিত সংকট ও ভবিষ্যত মাংসের বাজার নিয়ন্ত্রণ, ভিশন ২০৪১ এ মাংস রফতানি সহ বতমান দাম বৃদ্ধি রোধ কল্পে জরুরী ভিত্তিতে বীফ ব্রীডের প্রজনন কাজ শুরু করা দরকার। তিনি আরও জানান দেশে মাংস আমদানির জন্য কিছু কিছু ব্যবসায়ী অব্যাহতভাবে অনুরোধ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে ৭৫০০০ মেট্রিক মাংস আমদানির একটি আবেদন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে জমা আছে। এ বিষয়ে লালতীর লাইভস্টক, মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের বক্তব্য সমথন করেন। বীফ ব্রীড সম্পর্কে সমর্থন রেখে বক্তব্য রাখেন জনাব একেএম আরিফুল ইসলাম, পরিচালক, আমেরিকান ডেইরী লিমিটেড (এডিএল), প্রফেসর ড. লাম ইয়া আসাদ, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ডাঃ অরবিন্দ কুমার সাহা, কনসালটেন্ট এসিআই এনিমেল জেনেটিক্স, ড. গৌতম কুমার দেব, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিএলআরআই), প্রফেসর ড. মোঃ মোশারফ হোসেন ভুইয়া, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রফেসর ড. এ.কে ফজলুল হক ভুঁইয়া, এনিমেল ব্রিডিং এন্ড জেনেটিক্স বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রফেসর ড. এ.কে ফজলুল হক ভুঁইয়া, প্রাণি প্রজনন ও কৌলিবিজ্ঞানি বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ ভার্চুয়ালী অন লাইনে আলোচনায় অংশগ্রহন করেন। তিনি এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য উপাত্ত অনলাইন উপস্থাপন করেন। তিনি জানান, আমাদের দেশে এখনও বীফ ক্যাটল উৎপাদনের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। আজকের এই কমিটির দায়িত্ব হচ্ছে দেশে সাধারণ জনগণের ন্যায্যমূল্যে মাংস প্রাপ্তির নিশ্চয়তা প্রদানে সহায়তা করা। তিনি লাইভস্টক পলিসি ২০০৭ এবং জাতীয় প্রজনন নীতিমালা অনুসরনের কৃত্রিম প্রজনন নির্দেশিকা- ২০১৯ এর বিশেষ দিকগুলো উল্লেখ করে Bdren জুম প্লাটফর্মে বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি আরও বলেন যদিও জাতীয় প্রজনন নীতিমালা অনুসরনের কৃত্রিম প্রজনন নির্দেশিকা- ২০১৯ এর আলোকেই এখন বীফ ক্যাটল উন্নয়নের কাজ শুরু করা যায়। এর জন্য নতুন করে কোন নির্দেশনা বা আদেশ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। কেননা ২০১৯ সালে নির্দেশিকায় ৬ ও ৭ নং অনুশাসনে ব্রাহমা চালুর স্পষ্ট নির্দেশনা আছে। এখন পর্যন্ত উক্ত নির্দেশনা রহিত করা হয়েছে মর্মে কোন সার্কুলার/পত্র/আদেশ জারি হয়নি। তাই জাতীয় প্রজনন নীতিমালা অনুসরনের কৃত্রিম প্রজনন নির্দেশিকা- ২০১৯ এর আলোকে ব্রাহমা জাতের সিমেন ব্যবহারে কোন বাধা নেই।

তিনি আরো বলেন বর্তমান বাজারের মাংসের দাম বৃদ্ধির কারনে ডেইরীর পাশাপাশি দেশে বীফ ক্যাটল জাতের গরুর উৎপাদন চালু করা প্রয়োজন। কেননা, প্রতি ইউনিট বায়োমাস উৎপাদনে কম পরিমানে খাদ্য ও অবকাঠামো লাগবে, ফলে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পাবে। বাংলাদেশে বীফ ক্যাটল জাত নিয়ে যে সকল গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছিল, সেগুলোর তথ্য আন্তর্জাতিক গবেষণা জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। সেসকল জার্নালে ব্রাহমা জাতের গরু বাংলাদেশের আবহাওয়া উপযোগী, খাদ্যের রুপান্তর হার, রোগ প্রতিরোগ ক্ষমতা ও মাংসের স্বাদের বিষয়ে ইতিবাচক ফলাফল পাওয়া গেছে।

এছাড়াও তিনি বলেন, ২০ ফেব্রুয়ারী ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ তারিখে অনুষ্ঠিত এনটিআরসির সভায় বীফ ক্যাটল জাতের সিমেন অনুমোদন দেওয়া হয় এবং মাঠ পর্যায়ে ব্রিডিং কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে পরিচালনার স্বার্থে কৃত্রিম প্রজনন নীতিমালা ২০১৯ প্রণয়ন করা হয় (কৃত্রিম প্রজনন নীতিমালা ২০১৯, কপি সংযুক্ত)। এরপর মাঠ পর্যায়ে কাজে শৃখলা আনার জন্য সাভারে অবস্থিত কৃত্রিম প্রজনন ল্যাবরেটরী থেকে ৫০% ব্রাহমা জাতের সিমেন উৎপাদন বন্ধ করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। কারণ তৎকালীন সময়ে Inter-Se-Mating এর উদ্দেশ্যে ৫০% ব্রাহমা ষাঁড় তৈরী করা হয়েছিল। কিন্তু, ইতোমধ্যে ৪লক্ষ ডোজ সিমেন তৈরী হওয়ায় এবং মাঠ পর্যায়ে এই ৫০% সিমেনের চাহিদা না থাকায় উৎপাদন বন্ধ করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। কাজেই জাতীয় প্রজনন নীতিমালা অনুসরনের কৃত্রিম প্রজনন নির্দেশিকা- ২০১৯ মোতাবেক বীফ ক্যাটল জাতের সিমেন ব্যবহারের অনুমতি সরকারি ভাবে চালু আছে। নীচে টেবিলে তা বিস্তারিত উল্লেখ করা হলো-

জাতীয় প্রজনন নীতিমালা অনুসরনের কৃত্রিম প্রজনন নির্দেশিকা- ২০১৯

নির্দেশনা	বকনা/গাভী	খামারী অবস্থা	প্রাপ্য বীজ
১	২	৩	৪
১	দেশী	দরিদ্র/মধ্যবিত্ত	দেশী (RCC, Pabna, মুন্সীগঞ্জ, উন্নত দেশী)
২	দেশী	স্বচ্ছল খামার মালিক	১০০% হলষ্টিয়ান-ফ্রিজিয়ান
৩	শাহিওয়াল-দেশী	মধ্যবিত্ত ও স্বচ্ছল খামার মালিক	১০০% শাহিওয়াল, ৫০% শাহিওয়াল x ৫০% দেশী
৪	৫০% ফ্রিজিয়ান x ৫০% দেশী	ঐ	৫০% ফ্রিজিয়ান x ৫০% দেশী
৫	৫০%⁺ ফ্রিজিয়ান x ৫০% দেশী	ঐ	৫০% ফ্রিজিয়ান x ৫০% দেশী
৬	দেশী (বড় আকার)	স্বচ্ছল খামার মালিক	১০০% ব্রাহমা
৭	৫০% ব্রাহমা x ৫০% দেশী	স্বচ্ছল খামার মালিক	৫০% ব্রাহমা x ৫০% দেশী

** সকল ক্ষেত্রে যে কোন বকনা/গাভীকে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত (নিকট আত্মীয়) ষাঁড়ের বীজ দ্বারা প্রজনন পরিহার বাঞ্ছনীয়।

তবে ব্রাহমা বা বীফ ব্রীড এখনই অনুমোদনের বিপক্ষে মতামত প্রদান করেন, ডাঃ আনন্দ কুমার অধিকারী, পরিচালক, কৃত্রিম প্রজনন দপ্তর, ডাঃ মোহাম্মদ রেয়াজুল হক, পরিচালক, প্রশাসন, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ড. গোলাম আজম, পিএসও, এনিমেল ব্রিডিং শাখা, সাভার, ঢাকা।

সভাপতি আলোচনায় অংশগ্রহন করে বলেন, ২০৩০ সালের এসডিজি, ২০৪১ সালের প্রেক্ষিত পরিকল্পণা ও ২১০০ সালের ব-দ্বীপ পরিকল্পণার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন/একশন প্লান বাস্তবায়নের জন্য দেশে ডেইরী ও মাংস জাতের গরুর প্রয়োজন আছে। তবে এই কাজগুলো অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছে কিন্তু তিনি পরে এই মন্ত্রণালয়ে যোগদান করেছেন বিধায় সবটুক অবহিত নন। তবে ইতোমধ্যে এনিমেল ব্রিডিং এন্ড জেনেটিক্স সম্পর্কে বেশ কিছু ধারনা পাওয়া গেলেও কিছু কিছু বিষয় এখনো অজানা রয়ে গেছে।

তিনি বলেন, বিশ্বব্যাপী (Globally) এই নিয়ম প্রচলিত আছে যে, যে কোন পলিসি বা নীতিমালা করতে হলে স্বাভাবিক ভঅবে সার্বিক পর্যালোচনা করে, তার পলিসি বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত নিতে হয়। কেননা, পলিসির ক্ষেত্রে একটি বিষয় অত্যন্ত জরুরী যে, কোনভাবেই যেন প্রান্তিক খামারীগণ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। কারণ যে কোন দেশের প্রান্তিক খামারীর জীবিকা নির্বাহের বিষয়টি অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপুর্ণ। সেজন্য রাষ্ট্রীয় কোন সিদ্ধান্ত নিতে হলে, দেশের প্রান্তিক খামারীদের বিষয়টিও গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, ব্রাহমা নিয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। তিনি এই প্রকল্পের বেজলাইন সার্ভে, মধ্যবর্তী মূল্যায়ন রিপোর্ট ও পিসিআর (প্রজেক্ট কমপ্লিশন রিপোর্ট) বিস্তারিতভাবে পড়েছেন। এই রিপোর্টসহ এ বিষয়ে গবেষণাধর্মী যেসকল তথ্য আছে, তা নিয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা সুযোগ আছে বলে মতামত ব্যক্ত করেন। এরপর সভাপতি এ বিষয়ে পরবর্তী সভায় বিস্তারিত আলোচনা করে ব্রাহমা /বীফ ব্রীড চালুর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে মর্মে বক্তব্য প্রদান করেন।

৩। সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নে লিখিত সিদ্ধান্ত সমূহ গৃহিত হয়।

ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নের দায়িত্ব
১	২	৩
৩.১	২৯-০৫-২০২৩ তারিখের কার্যবিবরণী অনুমোদন করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও পরিচালক, কৃত্রিম প্রজনন দপ্তর, DLS উপপরিচালক, জেলা কৃত্রিম প্রজনন দপ্তর ও বেসরকারী সংস্থা
৩.২	**বেসরকারী বুল ষ্টেশনের নিবন্ধন /নবায়নের সুপারিশঃ** **৩.২.১** এসিআই এনিমেল জেনেটিক্স এর বুল ষ্টেশনের নিবন্ধন নবায়নের আবেদন সংশ্লিষ্ট উপকমিটি কর্তৃক উপস্থাপিত পরিদর্শন প্রতিবেদন সন্তোষজনক হওয়ায় শর্তসাপেক্ষে প্রতিষ্ঠানটির নিবন্ধন নবায়নের সুপারিশ করা হয়। **৩.২.২** আমেরিকান ডেইরী লিমিটেড এর বুল ষ্টেশন নিবন্ধন নবায়নের আবেদন সংশ্লিষ্ট উপকমিটি কর্তৃক উপস্থাপিত পরিদর্শন প্রতিবেদন সন্তোষজনক হওয়ায় শর্তসাপেক্ষে প্রতিষ্ঠানটির নিবন্ধন নবায়নের সুপারিশ করা হয়। **৩.২.৩** ব্রাক এআই এন্টারপ্রাইজ, বগুড়া এর বুল ষ্টেশন নিবন্ধন নবায়নের আবেদন সংশ্লিষ্ট উপকমিটি কর্তৃক উপস্থাপিত পরিদর্শন প্রতিবেদন সন্তোষজনক হওয়ায় শর্তসাপেক্ষে প্রতিষ্ঠানটির নিবন্ধন নবায়নের সুপারিশ করা হয়। **৩.২.৪** ব্রাক এআই এন্টারপ্রাইজ, শম্ভুগঞ্জ, ময়মনসিংহ এর বুল ষ্টেশন নিবন্ধন নবায়নের আবেদন সংশ্লিষ্ট উপকমিটি কর্তৃক উপস্থাপিত পরিদর্শন প্রতিবেদন সন্তোষজনক হওয়ায় শর্তসাপেক্ষে প্রতিষ্ঠানটির নিবন্ধন নবায়নের সুপারিশ করা হয়। **৩.২.৫** সমাজ ও জাতি গঠন (সজাগ)-শৈলান, ধামরাই, ঢাকা-এর বুল ষ্টেশন নিবন্ধন নবায়নের আবেদন সংশ্লিষ্ট উপকমিটি কর্তৃক উপস্থাপিত পরিদর্শন প্রতিবেদন সন্তোষজনক না হওয়ায় প্রতিষ্ঠানটির নিবন্ধন নবায়নের সুপারিশ করা হয়নি।	মহাপরিচালক প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
৩.৩	**বেসরকারী বিভিন্ন বুল ষ্টেশনের ব্রিডিং বুল প্রত্যয়নঃ** **৩.৩.১** এসিআই এনিমেল জেনেটিক্স এর ২২টি আবেদিত ব্রিডিং বুলের মধ্যে উপকমিটির সুপারিশ মোতাবেক ১৮ (আঠার) টি প্রজনন ষাঁড় (আইডি যথাক্রমে ১৭৬, ১৭৮, ১৭৯ ১৮০, ১৮১, ১৮৩, ১৮৪, ১৮৫, ১৮৬, ১৮৭, ১৮৮, ১৮৯, ১৯০, ১৯২, ১৯৩, ১৯৫, ১৯৬ ও ১৯৭) প্রত্যয়নের জন্য সুপারিশ করা হয়। আর বুল আইডি যথাক্রমে ১৭৭, ১৮২, ১৯১ ও ১৯৪ এই চারটির প্রত্যয়ন না করার সুপারিশ করা হয়। **৩.৩.২** আমেরিকান ডেইরী লিমিটেড এর ব্রিডিং বুল আইডি (৭২৬, ৮০৫, ১০৯৪, ১১০৭, ১১৪৮, ৫০৪৬৬, ৫০৪৮৭, ৫০৫০৮, ৫০৫০৯, ৫০৫১৬, ৫০৫১৯, ৫০৫২০, ৫০৫২১, ৫০৫২২, ৫০৫২৪, ৫০৫৩১, ৫০৫৩৬, ৫০৫৪২, ৫০৫৪৩, ৫০৫৪৫, ৫০৫৪৬, ৫০৫৪৭, ৫০৫৪৮, ৫০৫৪৯, ৫০৫৫১, ৫০৫৫৫, ৫০৫৫৬, ৫০৫৬১, ৫০৫৬৫, ৫০৫৬৬, ৫০৫৭০, ৫০৫৭২, ৫০৫৮০, ৫০৫৮২, ৫০৫৮৩) ৩৫টি আবেদিত ব্রিডিং বুলের মধ্যে উপকমিটির সুপারিশ মোতাবেক বুল আইডি-৭২৬ ব্যতিত বাকী ৩৪ (চৌত্রিশ) টি প্রজনন ষাঁড় প্রত্যয়নের জন্য সুপারিশ করা হয়।	পরিচালক কৃত্রিম প্রজনন দপ্তর, DLS উপপরিচালক জেলা কৃত্রিম প্রজনন দপ্তর ও বেসরকারী সংস্থা

ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নের দায়িত্ব
১	২	৩
	৩.৩.৩ ব্রাক এআই এন্টারপ্রাইজ বগুড়ার ৩ (তিন) টি ব্রিডিং বুলের (আইডি ২২-৩৫৩-০২-২১, ২৩-৩৬১-০২-২২ ও ২২-৩৬৩-০৪-২২) হতে সিমেন সংগ্রহ ও ব্যবহারের জন্য প্রত্যয়ন করা সুপারিশ করা হলো। তবে বুল আইডি ২৭৩, ২৮৬, ২৮৯, ৩০৭ ও ৩০৯ পুনঃ বিবেচনার আবেদন বিবেচিত হয়নি। ৩.৩.৪ ব্রাক এআই এন্টারপ্রাইজ শম্ভুগঞ্জ, ময়মনসিংহ এর ০২ (দুই) টি প্রজনন ষাঁড় (আই ডি নম্বর-২২-৩৫৮-০৪-২১, ২২-৩৫৯ -০৯-২১) প্রত্যয়নের জন্য সুপারিশ করা হয়। ৩.৩.৫ সমাজ ও জাতি গঠন (সজাগ), শৈলান, ধামরাই, ঢাকা এর ০২ (দুই) টি প্রজনন ষাঁড় প্রত্যয়নের জন্য উপকমিটির প্রতিবেদন এনটিআরসি সভায় পর্যালোচনা করা হয় এবং প্রজনন ষাঁড় প্রত্যয়নের জন্য সুপারিশ করা হয়নি।	
৩.৪	<u>বিভিন্ন প্রকার গবাদিপশু, সিমেন, এমব্রায়ো ইত্যাদি আমদানি ও রপ্তানি সংক্রান্ত কারিগরী উপকমিটির সুপারিশ পর্যালোচনান্তে গৃহিত সিদ্ধান্তঃ</u> ৩.৪.১ লাল তীর লাইভস্টক ডেভলাপমেন্ট (বিডি) লিঃ, ঢাকা কর্তৃক ইউএসএ/ কানাডা হতে ১০০০ ডোজ হলিস্টিন ফ্রিজিয়ান সিমেন আমদানি ক্ষেত্রে পূর্বে অনুমোদিত সিমেনের আমদানি ও ব্যবহারের তথ্য এবং কন্ট্রাক্ট (চুক্তিবদ্ধ) খামারীদের একটি তালিকা প্রাপ্তি সাপেক্ষে ইউএসএ / কানাডা হতে ১০০০ ডোজ হলিস্টিন ফ্রিজিয়ান সিমেন আমদানির সুপারিশ করা হলো। ৩.৪.২ নূর-এ-মদিনা বিজনেস সেন্টার, সেকশন-১০, ব্লক-সি, রোড-১০, নিউ সোসাইটি মার্কেট, পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা কর্তৃক বাহরাইন হতে ০৩ টি হেজাজী গোট আমদানির ক্ষেত্রে হেজাজী গোট জাতের ছাগল আমদানির অনুমতি প্রদান না করার বিষয়ে সুপারিশ করা হয়। ৩.৪.৩ মেসার্স মেঘনা ডেইরী এন্ড পোল্ট্রি ফার্ম, উপর রাজারামপুর, রাজশাহী রোড, চাপাইনবাবগঞ্জ, সদর কর্তৃক ভারত থেকে মুররা জাতের ৫০০ (পাঁচশত) টি মহিষ আমদানির ক্ষেত্রে পূর্বের আমদানির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সাপেক্ষে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেয়ার ব্যাপারে সুপারিশ করা হয়। ৩.৪.৪ সাদিক এগ্রো, স্বত্বাধিকারী: মোঃ ইমরান হোসেন, ৭ নং লোহাগেইট, নবীনগর হাউজিং, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ কর্তৃক নিজস্ব খামারে পালনের মাধ্যমে দুধ ও মাংস উৎপাদনের লক্ষ্যে দুবাই হতে ৫০ টি উট আমদানি ক্ষেত্রে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠণের মাধ্যমে বাংলাদেশের আবহাওয়ায় উটের খামার স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাই করার জন্য সুপারিশ করা হয়। ৩.৪.৫ করিম ডেইরি, প্রোপাইটর: ডাঃ এনায়েত করিম মোবাঃ ০১৭১৩০৮৩৮৭৬ কর্তৃক ইউ.এস.এ হতে হলস্টিন ফ্রিজিয়ান জাতের ৩০ টি গাভী গরু আমদানির ক্ষেত্রে আবেদনপত্রটি অসম্পূর্ণ বিধায় এব্যাপারে সুপারিশ করা হয়নি। ৩.৪.৬ মৃধা ডেইরী ফার্ম, ডিবিগ্রাম, চাটমোহর, পাবনা কর্তৃক ইউ.এস.এ হতে হলস্টিন ফ্রিজিয়ান জাতের ৩০ টি গাভী গরু আমদানি ক্ষেত্রে আবেদনপত্রটি অসম্পূর্ণ বিধায় এব্যাপারে সুপারিশ করা হয়নি। ৩.৪.৭ হামিম এগ্রো, নোয়াপাড়া, ব্রাহ্মণহাট, পাঁচখাইন রোড, রাউজান, চট্টগ্রাম কর্তৃক ভারত থেকে মুররা জাতের মহিষ জাতের মহিষ ৩৫০ টি (২০ টি ষাঁড় মহিষ, ৩০ টি বকনা ও ৩০০ টি গর্ভবতী মহিষ) আমদানির ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে মুররা জাতের ২০	মহাপরিচালক প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নের দায়িত্ব
১	২	৩
	মহিষ (২টি ষাঁড় মহিষ, ১০ টি বকনা মহিষ ও ৮ টি গর্ভবতী মহিষ) ভারতের হরিয়ানা থেকে আমদানির সুপারিশ করা হয়। ৩.৪.৮ সাদিক এগ্রো, স্বত্বধিকারী: মোঃ ইমরান হোসেন, ৭ নং লোহাগেইট, নবীনগর হাউজিং, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ কর্তৃক আমেরিকা হতে ১০০ টি লোহী রমনি মার্শ (৫০ টি মহিলা ও ৫০ টি পুরুষ) জাতের ভেড়া আমদানির ক্ষেত্রে শর্তসাপেক্ষে রমোনি মারস জাতের ভেড়া ৫০ টি (মহিলা জাতের ৪০ টি ও পুরুষ জাতের ১০ টি)। লোহি জাতের ভেড়া ৫০ টি (মহিলা জাতের ৪০ টি ও পুরুষ জাতের ১০ টি) সর্বমোট ১০০ টি ভেড়া উৎপত্তি / উৎস দেশ হতে আমদানির অনুমতির জন্য সুপারিশ করা হয়। ৩.৪.৯ সাদিক এগ্রো, স্বত্বধিকারী: মোঃ ইমরান হোসেন, ৭ নং লোহাগেইট, নবীনগর হাউজিং, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ কর্তৃক আমেরিকা হতে ১০০ টি টার্কিশ জাতের দুম্বা আমদানীর ক্ষেত্রে আবেদনে উল্লেখিত প্রাণির উৎস দেশ সহ পুর্নাঙ্গ আবেদন না থাকায় সুপারিশ করা হয়নি। ৩.৪.১০ সাদিক এগ্রো, স্বত্বধিকারী: মোঃ ইমরান হোসেন, ৭ নং লোহাগেইট, নবীনগর হাউজিং, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ কর্তৃক ভারত হতে ১০০ টি লোহী রমনি মার্শ জাতের ভেড়া (৫০ টি মহিলা ও ৫০ টি পুরুষ) আমদানির ক্ষেত্রে আবেদন পত্রে উল্লেখিত প্রাণির উৎস/ উৎপত্তি দেশ সঠিক না হওয়ায় এবং আবেদন পত্র অসম্পূর্ণ হওয়ায় সুপারিশ করা হয়নি। ৩.৪.১১ সাদিক এগ্রো, স্বত্বধিকারী: মোঃ ইমরান হোসেন, ৭ নং লোহাগেইট, নবীনগর হাউজিং, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ কর্তৃক আমেরিকা হতে ৫০ টি লামাঞ্চা জাতের ছাগল আমদানির ক্ষেত্রে সুপারিশ করা হয়নি। ৩.৪.১২ সাদিক এগ্রো, স্বত্বধিকারী: মোঃ ইমরান হোসেন, ৭ নং লোহাগেইট, নবীনগর হাউজিং, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ কর্তৃক আমেরিকা হতে ৫০ টি ৪০ টি ছাগী ও ১০ টি পাঠা) শানীনগোট জাতের ছাগল আমদানির ক্ষেত্রে সুপারিশ করা হয়নি। ৩.৪.১৩ সাদিক এগ্রো, স্বত্বধিকারী: মোঃ ইমরান হোসেন, ৭ নং লোহাগেইট, নবীনগর হাউজিং, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ কর্তৃক আমেরিকা হতে ৫০ টি আলপাইন জাতের ছাগল (৪০ টি ছাগী ও ১০ টি পাঠা) আমদানির ক্ষেত্রে সুপারিশ করা হয়নি। ৩.৪.১৪ ইয়াছিন এগ্রো, প্রোঃ মোঃ ইয়াছিন ডায়মন্ড, রামচন্দ্রপুর, বেড়িবাধ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা কর্তৃক ভারত হতে ৫০০ টি মুররা জাতের মহিষ আমদানির ক্ষেত্রেপুর্নাঙ্গ আবেদন প্রাপ্তি স্বাপেক্ষে প্রাথমিকভাবে মুররা জাতের ২০ মহিষ (২টি ষাঁড় মহিষ, ১০ টি বকনা মহিষ ও ৮ টি গর্ভবতী মহিষ) ভারতের হরিয়ানা থেকে আমদানির সুপারিশ করা হয়। ৩.৪.১৫ ড. এ. এস আলীম নির্বাহী কর্মকর্তা আমেরিকান ডেইরী লিমিটেড কর্তৃক ভারত হতে ১,০০০ টি শাহীওয়াল ফ্রোজেন এমব্রায়ো আমদানির ক্ষেত্রে ভারত হতে ১,০০০ টি শাহীওয়াল ফ্রোজেন এমব্রায়ো আমদানির সুপারিশ করা হয়। ৩.৪.১৬ ড. এ. এস আলীম নির্বাহী কর্মকর্তা আমেরিকান ডেইরী লিমিটেড কর্তৃক ভারত হতে ২,০০০ মাত্রা শাহীওয়াল গাভীর হিমায়িত ফ্রোজেন সিমেন আমদানির ক্ষেত্রেভারত হতে শাহীওয়াল গাভীর হিমায়িত ফ্রোজেন সিমেন আমদানির সুপারিশ করা হয়।	

ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নের দায়িত্ব
১	২	৩
৩.৪	এমব্রায়ো আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান এমব্রায়ো স্থানান্তর করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্রের থেরিওজেনোলজিস্ট এবং বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাকে সংযুক্ত রাখবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। । এছাড়াও ইতোমধ্যে যে সকল বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এমব্রায়ো আমদানি করতঃ ব্যবহার শুরু করেছেন, উক্ত স্থানে সংশ্লিষ্ট জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্রের থেরিওজেনোলজিস্ট এবং বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাকে সংযুক্ত থেকে সামগ্রিক কাজের মনিটরিং ও সুপারভিশন করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহিত।	মহাপরিচালক প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
৩.৫	ইয়ন বায়োসায়েন্স এনিমেল জেনেটিক্স, বদরগঞ্জ, রংপুরের গবাদিপশুর শুক্রানু সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরনের লক্ষ্যে নতুন বুল ষ্টেশন চালুর আবেদন আপাতত না দিয়ে এ সংক্রান্ত উপকমিটির পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিলের পর পরবর্তী সভায় এ নিয়ে আলোচনা করার সুপারিশ করা হয়।	সংশ্লিষ্ট উপকমিটি, এনটিআরসি
৩.৬	ব্রাহমা মাংসালো জাতের গরু দেশের অভ্যন্তরে ব্যবহারের ক্ষেত্রে বেসরকারি পর্যায়ে গবাদিপশুর কৃত্রিম প্রজনন পরিচালনার সংশোধিত-২০১৬ নীতিমালার ৩.১১ ধারার বিষয়টি পুর্নবিবেচনা প্রয়োজন রয়েছে। এটি নীতিগত সিদ্ধান্তের বিষয় এবং মন্ত্রণালয়ের এখতিয়ারভুক্ত। তাই বিষয়টি বিবেচনার জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরন করার জন্য মহাপরিচালক , প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর মহোদয়কে অনুরোধ জানানোর সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। একই সাথে ব্রাহমা সম্পর্কিত প্রকল্পের মধ্যবর্তী মূল্যায়ন রিপোর্ট, প্রজেক্ট কম্পিলিশন রিপোর্ট (পিসিআর) এবং গবেষণা সম্পর্কিত তথ্যাদি সংযুক্ত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।	মহাপরিচালক প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
৩.৭	মোঃ শানে খোদা, সিনিয়র সায়েন্টিফিক অফিসার, কৃত্রিম প্রজনন ল্যাবরেটরী, সাভার, ঢাকা-কে ন্যাশনাল টেকনিক্যাল রেগুলেটরী কমিটি (এনটিআরসি)-কে সহায়তা প্রদানের লক্ষে গঠিত "কৃত্রিম প্রজনন, জাত উন্নয়ন এবং নতুনজাত/উপজাত রেজিষ্ট্রেশন সংক্রান্ত নীতিমালা, আইন, বিধি বিধান প্রণয়ন/সংশোধন" বিষয়ক কারিগরী উপকমিটির সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	সংশ্লিষ্ট উপকমিটি, এনটিআরসি
৩.৮	নর্থ বেঙ্গল গ্রে (NBG), মুন্সিগঞ্জ, পাবনা ও নেত্রকোনা হিল ব্লাক (Netrokona Hill Black) জাতের দেশীয় স্থানীয় গরু গুলোর কনর্জাভেশন (Consevation) ও সংরক্ষনের জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর থেকে ৪টি আলাদা আলাদা প্রকল্প গ্রহন করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	মহাপরিচালক প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও পরিচালক, পরিকল্পণা শাখা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
৩.৯	অননুমোদিত (Unauthorized) সিমেন ব্যবহার হচ্ছে কিনা এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র-এর উপপরিচালকগণ সঠিক এবং সুনির্দিষ্ট তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রেরন করবে এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় বিজিবি ও নৌ পুলিশের মাধ্যমে ব্যবস্থা নিবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় মহাপরিচালক, DLS পরিচালক,কৃত্রিম প্রজন দপ্তর, DLS উপপরিচালক জেলা কৃত্রিম প্রজনন দপ্তর ও বেসরকারী সংস্থা
৩.১০	১০০% হলষ্টিয়ান ফ্রিজিয়ান সিমেন ব্যবহারের ক্ষেত্রে জাতীয় প্রজনন নীতিমালা অনুসরনের কৃত্রিম প্রজনন নির্দেশিকা- ২০১৯ এর অনুশাসন কর্মীদের মানতে বাধ্য করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	কৃত্রিম প্রজনন সংক্রান্ত জেলা মনিটরিং কমিটি

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

(এটিএম মোস্তফা কামাল)
অতিরিক্ত সচিব (প্রাণিসম্পদ অনুবিভাগ-২)
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
ও
সভাপতি
ন্যাশনাল টেকনিক্যাল রেগুলেটরী কমিটি (এনটিআরসি)